৩

বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটির
(Divisional Level Consultative Committee)
টার্মস অফ রেফারেন্স (TOR)

প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারকল্পে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ দেশের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সমন্বয় কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। বর্তমানে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের উদ্যোগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে আইএলও এর কারিগরি সহায়তায় " কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সংস্কার প্রকল্প " বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসন করা এবং এর মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং পেশাগত জীবন উন্নয়নের মাধ্যমে আত্ন-নির্ভর করে তোলা। দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক অংশ গ্রহণকারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে বেসরকারি খাত, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সুশীল সমাজ, তেমন রয়েছে অনেকগুলো সরকারি মন্ত্রণালয়, যারা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দিয়ে থাকে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সংস্কারের বর্তমান প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান (ইন্ডাষ্ট্রি) এবং জাতীয় দক্ষতা ব্যবস্থার মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করা ।

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের বিপুল মানব সম্পদকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জন শক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) গঠিত হয় এবং এনএসডিসি-তে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সহ ৩৭ সদস্য আছে। এ পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ কার্যনির্বাহী কমিটি (ইসিএনএসডিসি) গঠিত হয়, যার কো-চেয়ারপার্সন শিক্ষাসচিব। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সাচিবিক কাজের সহায়তা, বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)-সচিবালয়ের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এবং এর সচিবালয় নতুন দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্হার তত্বাবধায়ন করবে। দক্ষতা সরবরাহ এবং চাহিদা উভয় ক্ষেত্রে উপাত্ত একত্রীকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য দায়িত্ব থাকবে এনএসডিসি সচিবালয়ের ওপর , যাতে করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এবং এর কার্যনির্বাহী কমিটি যথোপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সম্পদ সংস্হান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়ার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ একটি বিশেষ কর্মকৌশল প্রবর্তন করবে, যা বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় ও কার্যক্রম জোরদার করবে। এর অন্যতম দেশের প্রতিটি বিভাগে" বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি" গঠন করা। এ কমিটিতে দক্ষতা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার মধ্যে সুশীল সমাজ, প্রতিবন্ধীদের সংগঠন, যুব সংগঠন, এনজিও, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় ও অনগ্রসর শ্রেণির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

➢ বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটির সাংগঠনিক কাঠামোঃ

প্রাথমিক ভাবে এনএসডিসি-সচিবালয় কর্তৃক "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্কার প্রকল্পে (TVET Reform project)" এর কারিগরি সহায়তায় বিভাগীয় পর্যায়ের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি উভয় স্টেকহোল্ডার, সুশীল সমাজ, প্রতিবন্ধীদের সংগঠন, যুব সংগঠন, অনগ্রসর শ্রেণী, এনজিও, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিটি বিভাগে সভা/সেমিনার এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩০-৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ কমিটি (General Committee) গঠন করা হবে। সাধারণ কমিটির সভা অন্ততঃ প্রতি মাসে/ দুই মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০/১৪(দশ/চৌদ্দ) দিন পূর্বে নোটিশ করতে হবে।